দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

টঙ্গীতে ৪ ছাত্রকে জিম্মি করে পুলিশের ঘুষ আদায়

■ টঙ্গী (গাজীপুর) সংবাদদাতা

-"টাকা দিবি না হত্যা মামলার আসামি হবি?"

-"স্যার এত রাতে টাকা পাবো কই আমরা তো ছাত্র।"

-"টাকা না দিতে পারলে থানায় চল।"

গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে টঙ্গীর নতুন বাজার কলাপট্টি এলাকার রফিক খানের বাসায় চার কলেজ ছাত্র রুপম (১৯) যোবায়ের (১৯) মো: আলম (১৮) ও আরাফাত হোসেনকে আটক করে এভাবেই কথা বলছিলেন পুলিশের এক এএসআই। পরে রাত সাড়ে ১১টায় ছাত্রদের পরিবারের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে চারজনকেই ছেড়ে দেন ওই পুলিশ অফিসার। টঙ্গী মডেল থানার এএসআই লালন ফকিরের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশি হয়রানির শিকার আরাফাত অভিযোগ করে বলেন, বুধবার সন্ধ্যা থেকে তারা চার বন্ধু মিলে রুপমের রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। রাত ১০টায় টঙ্গী থানার এএসআই লালন ফকিরসহ দুইজন সাদা পোশাকে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং জানতে চায় আমরা কি করি। এসময় আমরা সবাই নিজেদের ছাত্র পরিচয় দিলে এএসআই লালন আমাদের সবাইকে সন্ত্রাসী বলে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। মানসম্মানের কথা চিন্তা করে আমরা এএসআই লালনের দাবিকৃত টাকা দিতে রাজি হই। পরে পুলিশ আমাদের চারজনের মধ্যে যোবায়েরকে পরিবারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে ছেড়ে দেয়। রাত ১১টায় যোবায়ের ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে এসে পুলিশকে দিলে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে এএসআই লালন ফকির বলেন, ওই বাসায় মাদক আছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে আমি অভিযান চালাই। সে সময় বাসায় চার যুবককে দেখে সন্দেহ হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করি। তাদের কাছে কিছু না পেয়ে তখনই সবাইকে ছেড়ে দেই। এসময় লালন ফকির ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যান। টঙ্গী মডেল থানার ওসি মো: ফিরোজ তালুকদার বলেন, আমার থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।